দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...6.2.86... ...

পাতা...4... ...

বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করেছি ঃ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

শান্তি রক্ষায় সহায়তা কর

— ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল বুধবার স্বাভাবিকভাবে ক্লাস হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত ছিল। তবে সকালের দিকে এস, এম হলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তিনজন কর্মী জাতীয় ছাত্র সমাজের সমর্থকদের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ায় কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গতকালের জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচীতে যোগদানের জন্য সকাল থেকেই মধুর ক্যান্টিন এলাকায় ছাত্র জমায়েত হতে থাকে।

এস, এম হলে জাতীয় ছাত্র সমাজের সমর্থকরা হামলা করেছে বলে মধুর ক্যান্টিন এলাকায় খবর পৌঁছার সাথে সাথেই সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি মিছিল এস, এম হল অভিমুখে রওয়ানা হয়। মিছিলকারীরা এস,এম হলে পৌঁছার আগেই জাতীয় ছাত্র সমাজের সমর্থকরা প্রস্থান করেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এ সময় সংগ্রামী ছাত্র জোটের একটি মিছিলও এস,এম হলে যায়।

জাতীয় ছাত্র সমাজের সমর্থকরা এস, এম হলে ছাত্রলীগের (শি-মু) হল শাখার সাধারণ সম্পাদক শফিউল্লাহ এবং ছাত্রলীগের (চি-র) আবুল হাসেম ও জয়নাল আবেদিন শিকিরকে আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এতে তাদের কেউই মারাত্মকভাবে আহত হয়নি।

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের হস্তক্ষেপ

সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক এম, এ মান্নান এস,এম হলে যান এবং ছাত্রদের শান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে যে-কোন সন্ত্রাসকে মোকাবেলা করতে হবে। তিনি বলেন, "তোমাদের দাবীর প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুলিশ সরানো হয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে শান্তি বজায়

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

'সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন'

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যতটুকু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে, তা রক্ষা করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং 'সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী সরকারী মদদপুষ্ট দুর্বৃত্তদের' বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীসহ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়ার

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

(১ম পাতার পর)

থাকে তার জন্য তোমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে। এস,এম হলের ঘটনা সহ অন্যান্য ঘটনাবলী নিয়ে বিভিন্ন হলের প্রভোষ্টদের সাথে নিয়ে সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ছাত্রদের আশ্বাস দেন।

বিজয় উল্লাস

বেলা ১১টার দিকে ছাত্ররা এস,এম হল থেকে মিছিল করে মধুর ক্যান্টিন এলাকায় ফিরে আসে। এ সময় তারা বিজয় উল্লাস করছিল এবং জাতীয় ছাত্র সমাজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দিচ্ছিল।

সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ

এরপর নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মধুর ক্যান্টিনের সামনে সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে ছাত্রলীগের (শি-মু) সভানেত্রী শিরিন আখতার ও ছাত্রলীগের (মা-না) সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবীর নানক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

তারা গত মঙ্গলবার ছাত্রসমাজের যে বিজয় অর্জিত হয়েছে তাকে অটুট রাখার জন্য লাগাতার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তারা বলেন, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করেছি, সমগ্র ঢাকা শহরকেই সন্ত্রাসমুক্ত করার শপথ নিতে হবে।

ছাত্র ব্রিগেডকে শক্তিশালী করে সচেতনভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, ছাত্র সমাজের প্রতিরোধের মুখে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এখনও নীলক্ষেত ফাঁড়ি রয়ে গেছে। অবিলম্বে এই ফাঁড়ি তুলে নিতে হবে।

মিছিল

সমাবেশশেষে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি বিক্ষোভ মিছিল কলাভবন এলাকা প্রদক্ষিণ করে প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে মতিঝিলের শাপলা চত্বরের দিকে যাচ্ছিল; কিন্তু পথিমধ্যে 'আল্লাহওয়ালা' বিল্ডিং-এ অবস্থিত জাতীয় যুব সংহতির অফিসে ছাত্ররা দুই একটি ঢিল ছুড়লে পুলিশ মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করে। এরপর মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এখান থেকে পুলিশ আব্দুল গফুর নামে একজন পুরনো কাগজের ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গেছে। তবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দাবী করেছে যে, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল যখন মতিঝিল দিয়ে যাচ্ছিল, তখন পুলিশ বিনা উস্কানিতে মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং সংগ্রাম পরিষদের দু'জন কর্মীকে গ্রেফতার করে।